আজকের লেখার শুরুতেই সকলকে জানাই ১৪১১ বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা।
এবারের নতুন বছরের নতুন পাওনা, বিবিসি শ্রোতৃমন্ডলীকর্তৃক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে মনোনীত করা। আমার আরো ভাল লাগলো, এর দু'দিন আগে মোস্তফা কামালকে তাঁর পূর্ব অবস্থান থেকে সরে আসতে দেখে। অভিনন্দন জনাব মোস্তফা কামাল।
শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা অবশ্যই আমাদের গর্বের সন্তান। তবে একাত্তরে মৃত্যুবরণকারী সকলেই কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। আমার জানামতে একাত্তরে মৃত পাকবাহিনীর সহায়তাকারীর পরিবার যুদ্ধোত্তর কালে বঙ্গবন্ধুর লেখা শোকবার্তা পেয়েছেন এবং এককালীন ভাতাও পেয়েছেন। আমি বলতে চাইছি ৩০লাখ শহীদের সকলেই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। সেভাবে একথাও বলতে চাই একাত্তরে তালিকাভুক্ত সব রাজাকারই দেশের শত্রু ছিল না। অবশ্যই আমার এ দাবী রাজাকার-আল বদর-আল শাসম এর সংগঠকদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। আমি বলছি তৃণমুল পর্যায়ের কথা।

মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন এক নেতার নির্দেশ মেনে ছিলেন, সে নেতা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যদিও তিনি ছিলেন পাকিস্তানের জেলেখানায়, তবু সেদিন যুদ্ধরত বাংলায় যা কিছু ঘটেছে, কেবল শেখ মুজিবের নামেই। এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধানও তাঁকেই বানানো হয়েছিল। সুতরাং তাঁকে "কেবল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন, দেশের স্বাধীনতা চান নি" বলে তাঁর অবদান খাটো করে দেখার মধ্যে কোন বীরত্ব থাকতে পারে না। এ বিষয়ে ডঃ মাহবুব উল্লাহ র "আওয়ামী লীগের উচিত সংসদে এসে কথা বলা" শীর্ষক লেখাটা আমার কাছে যথার্থ মনে হওয়াতে কপি করে পাঠিয়েছিলাম, ভিন্নমত সম্পাদিক সেটা ছেপে দিয়েছেনও। আশাকরি মোস্তফা কামাল বিষটি বুঝবেন।

তাঁকে হত্যা করার পেছনে কেবল ভারতীয় "র" জড়িত, আমি তা বলিনি, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের "সি আই এ" ও জড়িত ছিল। এ দু'টি সংস্থা তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোন থেকে শেখ মুজিব কে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল সেদিন। কেননা, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, যেভাবেই হোক না কেন, শেখ মুজিব তাদের দৃষ্টিকোন থেকে ছিলেন সোভিয়েতপন্থী। অবশ্য বাস্তবতার নিরিখে খুব শীঘ্রই শেখ মুজিব তাঁর "সোভিয়েত ব্লকের" পরিচয় মুছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অবশ্য সেটা বেশ বিলম্বিত হয়ে গিয়েছিল তাদের বিবেচনায়, তাই ৭৪ এর খাদ্য সংকটে "পি.এল-৪৮০"র গম যথাসময়ে চট্টগ্রামে পৌঁছায়নি। আর একারণেই সোভিয়েতপন্থী সাংবাদিকরা ব্যাঙ্গ করে "পি,এল-৪৮০কে বলতেন "পাছায় লাথি-৪৮০"। সোভিয়েত সরকারও তেমন করে শেখ মুজিবকে রক্ষার উদ্যোগ নেয়নি, কারণ তিনি কম্যুনিস্ট ছিলেন না; বাকশালে কম্যুনিস্টদের তেমন একটা প্রাধান্য দেয়া হয়নি। মুলত আমার ধারণা সেদিন সোভিয়েতরা ভেবেছিল বাকশাল হচ্ছে আমেরিকার সমর্থিত একটা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। ৭৪ এর দুর্ভিক্ষেও পর বঙ্গবন্ধুর অবস্থা ছিল ত্রিসঙ্কু। ইতপুর্বেই তিনি তাঁর পাশে অবস্থানরত চামচাদের কারণে তাঁর দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সহকমী তাজউদ্দিনকে দুরে সরিয়ে দিয়েছেন। আর তাইতো সি আই এ এবং র-এর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তেমন বেগ পেতে হয়নি।
আরো শুভেচ্ছা তাঁকে, আমার সম্পর্কে তাঁর ভুল ভেঙ্গেছে বলে। আমি আওয়ামী লীগার নই, বঙ্গবন্ধু ভক্ত, একজন বাঙালী হিসেবে।

নব বর্ষের প্রথম এ লেখায় আমি ভিন্নমত সম্পাদককে বিনীত অনুরোধ জানাবো তিনি যেন আমার নামের বানানটা শুদ্ধ করে লেখেন। আমি "নুরুল্লাহ্ মাসুম" লিখে থাকি, বারংবার তিনি এটা লিখছেন "নুরুল্লা মাসুম" হিসেবে। আশা করি তিনি আমার এ দাবীতে অভিমান করবেন না।

বর্তমান জোট সরকারের পতনের জন্য জনাব ঢাকাইয়া ক্রমাগত হরতালের যে প্রস্তাব রেখেছেন, সেটা আমি সমর্থন করতে পারলাম না। ১৯৯৬ সালেও আওয়ামী লীগ "হরতাল কালচার" এর মাধ্যমে বি এন পি সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। এর পরিনতি ভাল হয়নি, ক্ষমতায় আসার পর সেটা আওয়ামী লীগ হারে হারে টের পেয়েছিল। দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজানোর প্রক্রিয়া হলো "হরতাল কালচার"। এদ্বারা ক্ষমতায় যাওয়া যায়, কিন্তু দেশের উপকার করা যায় না, ক্ষমতা ধরে রাখা যায় না। আশা করি জনাব ঢাকাইয়া বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

দেশে ক্রমাগত "সন্ত্রাস কালচার" চলতে থাকলে আওয়ামী লীগ বা জোট সরকার, কেউই দেশের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে না। তবে তাদের খাতায় "উন্নয়নের জোয়ার" বইতেই থাকবে এবং সে জোয়ারে পুরো দেশই এক সময়ে ভেসে যাবে নিঃসন্দেহে। এবিষয়ে ওরা দু'জনেই সেয়ানে সেয়ান। দু'দলেই আছে গড ফাদার নামের বিষাক্ত ফোড়া। এদেও হাত থেকে দেশবাসীর নিস্তার আছে বলে মনে হয় না। মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা নিয়ে লিখতে গিয়ে আতিক সাহেব দুবাই এর বিলাসবহুল হোটেল সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলেছেন। একথা সকলেই জানেন, মধ্যপাচ্যের আমীরা বিলাসী। তারপরও একথা স্বীকার্য্য যে, দুবাইসহ আমিরাতের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সুদুর প্রসারী। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, "বুরজ আল আরব" বা আরব টাওয়ার বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ হোটেল এবং অবশ্যই বিলাশবহুল। তাই বলে এখানকার খদ্দের কিন্তু কেবল আরবের মানুষ নন। সারা বিশ্বেও ধনশালী সব ব্যাক্তিরাই এখানে আসেন দিন কাটাতে। বুরজ আল আরব যদি বিলাসিতা হয়, মালয়েশিয়ার "পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার"কে কি বলবেন? চীন সম্প্রতি বিশেরও সবচেয়ে উঁচু ভবন নির্মানের ঘোষণা দিয়েছে, সেটকে কি বলবেন? এভাবে আরো অনেক উদাহরণ টানা যাবে। যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা এটা সর্বজন বিদিত।

দুবাই সরকার বিশ্বের অষ্টমাশ্চর্য নির্মানের পরিকল্পনা নিয়েছেন, দেখুন সেটির বিবরণ। ঘুরে আসুন নিচের লিঙ্ক:

The Palm Island

দুবাই সরকার এগুলো করছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে, এর ভেতরে বিলাসিতা বা মুসলমানিত্বের দোষ খুজতে যাওয়াটা কতখানি যুক্তিযুক্ত, তা বোঝা গেল না।
নববর্ষে বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী হিসেবে পেয়ে আওয়ামী লীগ আনন্দ মিছিল করেছে, আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুর হাতেগড়া দল আওয়ামী লীগকে তার অীতের কৃতকর্মের আত্মসমালোচনা করতে হবে। জয়নাল হাজারী, দীপু চৌধুরীর মত চিহ্নিত গডফাদারদের বিষয়ে তাদের নতুন করে ভাবতে হবে। ওরা করে বলে আমরা করবো, এ নীতি নিয়ে চললে বিষয়টা হবে "চোর-পুলিশ" খেলার মত।
নববর্ষে আবারো শক্তিশালী দুনিয়ার প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি আহ্বান, দেশের উন্নয়নের জন্য "শক্তিশালী প্রেসার গ্রুপ" হয়ে উঠুন।
সবার জন্য রইল শুভ কামনা।

নুরুল্লাহ্ মাসুম
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
০২ বৈশাখ, ১৪১১/১৫ এপ্রিল, ২০০৪

eiR Avj Avie(mg‡`i gv‡S) Ges R‡giv weP †nv‡Uj

`Ő`‡Uv cvg Øx‡ci Gwiqvj wfD †`Lb|

cvg ‡R‡ej Avjx Gwiqvj wfD

cvg R‡givi Gwiqvj wfD

wbgvbvaxb eiR `evB ev `evB Uvlqvi